ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি

হাল আমলে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতির অনাকাঙ্ক্ষিত উপস্থিতি ও তার নেতিবাচক ফলাফলে গোটা জাতি আজ আতঙ্কিত, উদ্বিগ্ন। এর কারণ হিসেবে রাজনৈতিক দলসমূহকে ঢালাওভাবে দায়ী করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য ছাত্ররাজনীতি, আর ছাত্ররাজনীতির জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ দায়ী— এই বহুল প্রচলিত ধারণাটি সর্বৈব সত্য বলে আমি মনে করি না। কেননা ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে না বা তাদের সাহচর্যে থাকে না, বস্তুত থাকার কথাও নয়। এখানে সঙ্গতই প্রশ্ন আসে— তাহলে ছাত্রসমাজ সরাসরি রাজনীতিতে আক্রান্ত হয় কিভাবে? কোনো মাধ্যম ছাড়া ছাত্রছাত্রীর মন-মস্তিষ্কে রাজনীতি কিভাবে অনুপ্রবেশ করে? শিক্ষকসমাজ ছাত্রসমাজের রক্ষক, অভিভাবক, পথপ্রদর্শক। আমি নিজেও শিক্ষক। তাই নিজের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন— আমিই কি সেই মাধ্যম যে মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করে থাকে? আমি ব্যক্তিজীবনে যে রাজনীতি করি, শিক্ষাঙ্গনে এসে সেই রাজনীতির চর্চায় আমার কোমলমতি ছাত্রছাত্রীকে সম্পৃক্ত করে নিজের অবস্থানকে কি আরো সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট থাকি? আর এভাবে দল থেকে দলাদলি এবং দলাদলি থেকে সন্ত্রাসের জন্ম হওয়ার জন্য মূলত কি আমিই দায়ী নই?

আমাদের শিক্ষকসমাজের দলীয় আদর্শের প্রতীকী পরিচয় বহনকারী সাদা প্যানেল, নীল প্যানেল আর গোলাপি প্যানেলের বিদ্যমানতা নিঃসন্দেহে উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর ইতিবাচক উত্তর বহন করে।

অতএব ছাত্ররাজনীতি অবলুপ্তির কথা ভাবার আগে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকসমাজের রঙিন প্যানেলসমূহের অবলুপ্তির বিষয়টি অধিক মনোযোগ দিয়ে ভাবা বোধ করি অধিক ভালো। কেননা 'পকেট যতোদিন থাকিবে পকেটমারও ততোদিন থাকিবে'— মজলুম জননেতার এই যুক্তিগ্রাহ্য বাণীটির যৌক্তিকতা বক্ষমান ক্ষেত্রেও যুক্তিযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি।

এম আবদুর রাজ্জাক
অধ্যক্ষ
বাঁকড়া ডিগ্রি কলেজ
বাঁকড়া বাজার (ঝিকরগাছা), যশোর।